

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ.
সীরাতে আয়েশা রাযি.

মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
অনূদিত

মাওলানা মাসউদুর রহমান
সম্পাদিত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনীTM

সূচিপত্র

প্রাথমিক অবস্থা (জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত) ৪১-৫৭

নাম, নসব ও খানদান—৪১

জন্মগ্রহণ—৪৩

শৈশব—৪৪

বিবাহ—৪৬

হিজরত—৫২

রোখসত—৫৪

কুসংস্কারের অপনোদন—৫৬

তালীম ও তারবিয়াত ৫৮-৭১

তৎকালীন আরবে শিক্ষার স্বরূপ—৫৮

পিতার কাছে তালীম-তারবিয়াত—৫৯

পবিত্র জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্যে—৬০

লেখাপড়া—৬০

জ্ঞানার্জনের নানা অনুষঙ্গ ও পদ্ধতি—৬১

দরসে নববী থেকে উপকৃত হওয়া—৬১

আমলী সাওয়ালাত ও বাস্তবভিত্তিক জিজ্ঞাসা—৬২

সংশোধন, শিষ্টাচার ও মহত্ত্বের দীক্ষা—৬৮

সংসার-জীবন ৭২-৭৬

নবীপরিবারের বাসগৃহের চিত্র—৭২

ঘরের আসবাবপত্র—৭৩

অভাব-অনটন—৭৪

নিজ হাতে খানা পাকানো—৭৪

সংসারসদাই ও খরচপাতি—৭৫

দাম্পত্যজীবন ৭৭-১০৩

- ইসলাম ও নারী—৭৭
- পরিবারের প্রতি কেমন ছিলেন প্রিয় রাসূল—৭৮
- জীবনসঙ্গিনীর প্রতি ভালোবাসা—৭৮
- জীবনসঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা—৮২
- স্ত্রীর মন রক্ষা করা—৮৬
- স্ত্রীকে আনন্দ দেওয়া—৮৭
- স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পানাহার—৮৯
- সঙ্গে নিয়ে সফর করা—৯০
- দৌড়-প্রতিযোগিতা—৯১
- প্রেমাবেগ ও অভিমান—৯২
- ঘরের কাজ ও সেবায়ত্ন—৯৫
- আনুগত্য ও নির্দেশ-পালন—৯৬
- অভ্যন্তরীণ ধর্ম ও জীবন—৯৮
- ঘরেও নবুওয়াতের দায়িত্ব-পালন—১০০

সতিনগণের প্রতি আচরণ ১০৪-১২০

- হযরত আয়েশা রাযি.-এর সতিনগণ—১০৪
- হযরত খাদীজা রাযি.-এর প্রতি—১০৫
- হযরত সাওদা রাযি.-এর প্রতি—১০৬
- হযরত হাফসা রাযি.-এর প্রতি—১০৬
- হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর প্রতি—১০৭
- হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি.-এর প্রতি—১০৮
- হযরত যায়নাব রাযি.-এর প্রতি—১০৮
- হযরত উম্মে হাবিবা রাযি.-এর প্রতি—১১২
- হযরত মাইমুনা রাযি.-এর প্রতি—১১৩
- হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর প্রতি— ১১৩
- কয়েকটি বর্ণনা এবং সমালোচনা—১১৫

সৎ সন্তানদের প্রতি ১২১-১২৬

- সৎ সন্তানগণ—১২১

হযরত যায়নাব রাযি.-এর প্রতি—১২১

হযরত ফাতেমা রাযি.-এর প্রতি—১২২

কয়েকটি বর্ণনা-পর্যালোচনা—১২৫

ইফকের ঘটনা ১২৭-১৪৪

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র—১২৭

গাফওয়ানে বনু মুসতালিকে মুনাফিকদের অংশগ্রহণ—১২৮

সফরসজিনী হলেন হযরত আয়েশা রাযি.—১২৮

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের মানসিকতা—১২৯

গলার হারটি হারিয়ে গেল—১৩০

কাফেলা চলে গেল—১৩০

হযরত সাফওয়ান রাযি. এলেন—১৩০

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও অপবাদ—১৩১

সাফওয়ান রাযি. বনাম হাস্‌সান রাযি. এবং অন্যান্য—১৩২

হযরত আলী রাযি. এবং উসামা রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ—১৩৪

দাসীর সাক্ষ্যপ্রদান—১৩৫

আলী রাযি.-এর প্রতি বনু উমাইয়ার আপত্তি ও নিরসন—১৩৫

হযরত যায়নাব রাযি.-এর সাক্ষ্যপ্রদান—১৩৫

দাসীর ভাষণ এবং আওস-খায়রাজ দ্বন্দ্ব—১৩৬

উমাইয়াদের সঙ্কটময় মুহূর্তে—১৩৭

মুনাফিকরা মূলত কী চেয়েছিল—১৩৮

পবিত্রতা ঘোষিত হলো পবিত্র কুরআনে—১৩৮

ইইলিয়াম মেইবারের বক্তব্য এবং কিছু কথা—১৪১

হযরত আবু বকর রাযি. ১৪৫-১৪৭

হযরত আবু বকর রাযি. আনন্দিত হলেন—১৪৬

হযরত উম্মা ও তাখজির ১৪৮-১৫৯

হযরত উম্মার ঘটনা—১৪৮

উম্মার প্রতি ও নিরসন—১৫৩

উম্মার ঘটনা—১৫৬

হযরত উম্মার প্রেক্ষাপট—১৫৮

বৈধব্য : হিজরী ১১ সন ১৬০-১৬৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেন—১৬০

হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে—১৬০

হযরত আবু বকর রাযি.-এর ইমামতি—১৬১

হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোলে মাথা রেখে—১৬২

বিশ্বনবীর সমাধি : সেই স্মৃতিময় ঘর—১৬৪

পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ কেন?—১৬৫

সার্বিক অবস্থা : হযরত আবু বকর রাযি.-এর শাসনামল ১৬৭-১৬৯

উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ভূমিকা—১৬৭

মৃত্যুশয্যায় পিতার শিয়রে—১৬৮

হযরত উমর রাযি.-এর শাসনামল ১৭০-১৭২

উম্মুল মুমিনীনের প্রতি হযরত উমর রাযি.-এর সদাচার—১৭০

হযরত উমর রাযি.-এর অন্তিম ইচ্ছা

এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর ত্যাগ—১৭১

হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামল ১৭৩-১৭৮

ইসলামে ফেতনার উদ্ভব হলো যেভাবে—১৭৩

ইবনে সাবা, প্রোপাগান্ডা, সাবাই গোষ্ঠী—১৭৬

মিশরে বিদ্রোহ—১৭৭

বিদ্রোহ এবং মদীনা অবরোধ—১৭৮

অনুজ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে বোঝানো—১৭৮

হজের সফর—১৭৮

হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাত—১৭৮

হযরত আলী রাযি.-এর শাসনামল ১৭৯-১৮৩

খেলাফত-সঙ্কট—১৭৯

হত্যাকাণ্ডে উম্মুল মুমিনীনের প্রতিক্রিয়া ও অবস্থান—১৮০

সঙ্কট-নিরসনে আকাবিরে সাহাবার মশওয়ারা—১৮১

সংশোধনের আস্থান ১৮৪-২০২

- মুসলিম নারীর কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা—১৮৪
তিনি ছিলেন উচ্চ মনোবলসম্পন্ন—১৮৫
বসরা অভিমুখে—১৮৬
বনু উমাইয়ার দূষিত বীজ—১৮৭
হাওয়াবের পুঙ্করিণী এবং একটি ভবিষ্যদ্বাণী—১৮৮
কুফাবাসীর অবস্থা—১৮৯
বসরায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তৃতা—১৯০
বসরা-গভর্নরের অপরিণামদর্শিতা—১৯২
উত্তাল জনসমুদ্র : মতৈক্য ও মতানৈক্য—১৯৩
হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য—১৯৩
পক্ষাবলম্বন : দলাদলি ও বাদানুবাদ—১৯৬
বিরোধীপক্ষের আক্রমণ এবং তাঁর ধৈর্যধারণ—১৯৭
আবুল জারবার মধ্যস্থতা —১৯৭
হাকিমের ধৃষ্টতা—১৯৭
বসরা-বিজয়—১৯৮
আমির-ওমরার নামে পত্রপ্রেরণ—২০০
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে পত্রপ্রেরণ—২০১

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) ২০৩-২১৭

- রণভূমির করুণ দৃশ্য—২০৩
সন্ধিস্থাপন—২০৪
বনু উমাইয়া ও সাবাসি গোষ্ঠীর নৈশ হামলা—২০৪
আকস্মিক যুদ্ধের সূচনা—২০৫
যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে রণাঙ্গনে—২০৫
হযরত আলী, যুবায়ের ও তালহা রাযি. মুখোমুখি—২০৫
হযরত যুবায়ের রাযি.-এর শাহাদত—২০৬
হযরত তালহা রাযি.-এর শাহাদত—২০৬
রণাঙ্গনে কুরআন-প্রদর্শন—২০৬
উম্মুল মুমিনীনের ওপর আক্রমণ এবং বনু দাক্বার প্রতিরোধ—২০৭

বনু দাব্বার রণসঙ্গীত—২০৮
যুদ্ধের সমাপ্তি—২০৯
হেজাজের পথে—২১০
হযরত আয়েশা রাযি.-এর অনুতাপ—২১১
মনোমালিন্যের দাবির খণ্ডন—২১২

হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর শাসনামল ২১৪-২২৫
আমীর মুআবিয়া রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.—২১৪
খারেজীদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি—২২০
হযরত মুআবিয়া রাযি.-কে উপদেশ—২২১
ইয়াজিদের বাইয়াত প্রসঙ্গ—২২১
ইমাম হাসান রাযি.-এর দাফনের ঘটনা—২২২

হযরত আয়েশা রাযি.-এর মৃত্যু ২২৬-২৫২
উত্তরাধিকার—২২৮
পোষ্যগ্রহণ ও সন্তান-লালন-পালন—২২৮
সাজ-সজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ—২৩০
স্বভাব-প্রকৃতি ও আচর-ব্যবহার—২৩১
অপ্সেতুষ্টি—২৩২
সমশ্রেণির সহযোগিতা—২৩৩
স্বামীর আনুগত্য—২৩৩
গীবত ও অন্যের দোষচর্চা থেকে বেঁচে থাকা—২৩৪
অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ না করা—২৩৫
আত্মপ্রশংসা থেকে পরহেজ করা—২৩৫
আত্মসম্মানবোধ—২৩৬
ন্যায় ও নিষ্ঠা—২৩৭
সাহসিকতা—২৩৭
বদান্যতা—২৩৮
আল্লাহর ভয় ও বিগলিত হৃদয়ের কান্না—২৪১
ইবাদত-বন্দেগী—২৪২
ছোটখাট বিষয়েও পরহেজগারি—২৪৪

দাস-দাসীর প্রতি মমত্ব—২৪৪
অভাবী ও ফকির-মিসকিন : আলাদা আচার-ব্যবহার—২৪৫
পর্দার প্রতি গুরুত্ব—২৪৬
মানাকেব : বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য—২৪৭
জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব—২৪৯

ইলম ও ইজতিহাদ ২৫৩-২৯৬

কুরআন মাজীদ

কুরআন এবং তাঁর বাল্যকাল—২৫৩
কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধকরণ—২৫৪
মুসহাফে আয়েশা রাযি.—২৫৫
কুরআন মাজীদ এবং উম্মুল মুমিনীন রাযি.—২৫৫
হাদীস গ্রন্থগুলোতে তাফসীরের পরিমাণ—২৫৭
হযরত আয়েশা রাযি.-এর কয়েকটি তাফসীর—২৫৭
তাফসীর-শাস্ত্রের একটি মূলনীতি—২৫৯
কিরাতে শায়যাহ (ব্যতিক্রমী কেয়াত)—২৬৬
রযাআত (দুখপান), সম্পর্কিত ভুল ধারণা—২৬৭

হাদীস শরীফ

হযরত আয়েশা রাযি. এবং পবিত্র স্ত্রীগণ—২৬৮
আকাবির সাহাবার রেওয়ায়েত কম হওয়ার কারণ—২৬৯
সর্বাধিক হাদীস-বর্ণনাকারী সাহাবা—২৭০
সর্বাধিক হাদীস-বর্ণনায় তাঁর অবস্থান—২৭১
বর্ণিত হাদীস-সংখ্যা—২৭১
হাদীস : রেওয়ায়েত ও দিরায়াত—২৭২
বর্ণিত বিষয়ের কল্যাণ ও ইতিবাচকতা-অনুধাবন—২৭৩
বারবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া—২৭৬
হাদীস-বর্ণনায় সতর্কতা—২৭৭
সাহাবা কেয়ামের বর্ণনার ভুল-সংশোধন—২৭৭
হাদীস-শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোর প্রাথমিক ধারণা—২৭৮
কুরআনবিরোধী বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য—২৭৮

গভীর বুঝ ও উপলব্ধি—২৮৫
ব্যক্তিগত অবগতি—২৯০
স্মৃতি-শক্তির প্রখরতা—২৯৩
হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস-সংরক্ষণ ও সংকলন—২৯৬

ফিকহ ও কিয়াস ২৯৭-৩১২

ফিকহ-শাস্ত্রের প্রাথমিক ইতিহাস—২৯৭
হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফিকহের মূলনীতিমালা
কুরআন মাজীদ থেকে উদ্ঘাটন—২৯৮
হাদীস শরীফ থেকে উদ্ঘাটন—৩০১
কিয়াসে আকলী বা বিবেচনাকে কাজে লাগানো—৩০৪
সুনানের প্রকারভেদ—৩০৬
সমসাময়িকদের সঙ্গে মতভেদের তালিকা—৩০৮

ধর্মতত্ত্ব এবং আকিদা-বিশ্বাস ৩১৩-৩২৫

আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসঙ্গ—৩১৩
আল্লাহর দর্শন-লাভ—৩১৪
গায়েব জানা প্রসঙ্গ—৩১৭
ওহী গোপন করা প্রসঙ্গ—৩১৮
নবী-রাসূল নিষ্পাপ—৩১৯
রুহানী মেরাজ বা আত্মিক উর্ধ্বগমন—৩২০
ন্যায়নিষ্ঠ সাহাবা কেলাম—৩২৩
তারতীবে খেলাফত—৩২৪
কবরের আজাব—৩২৪
সামায়ে মাওতা বা মাইয়েতের শ্রবণ—৩২৫

ধর্মীয় রহস্যবিদ্যা ও তাৎপর্যজ্ঞান ৩২৬-৩৪৫

ধর্মীয় তাৎপর্যজ্ঞান ও হযরত আয়েশা রাযি.—৩২৭
কুরআন অবতরণের ক্রমধারা ও বিষয়বিন্যাস—৩২৮
মদীনায় ইসলামের সফলতার প্রকৃত কারণ—৩৩১
জুমআর দিন গোসল করা—৩৩২

তালীম ও তারবিয়াত

তৎকালীন আরবে শিক্ষার স্বরূপ

নারী তো দূরের কথা, আরবে পুরুষেরই লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের সময় সমগ্র কুরাইশে লেখাপড়া-জানা লোক ছিলেন মাত্র সতেরো জন। তার মধ্যে শিফা আদাবিয়া ছিলেন একমাত্র নারী।^১

ইসলামের পার্শ্বিক কল্যাণগুলোর মধ্যে এও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ারও প্রসার ঘটছিল। বদর যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল, মহানবী তাদের প্রত্যেককে মুক্তিপণ হিসেবে দশজন মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।^২ সুফফায় প্রায় একশো সাহাবী ছিলেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিদ্যার পাশাপাশি লেখাপড়াও শেখানো হতো।^৩

পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে হযরত হাফসা রাযি. ও উম্মে সালামা রাযি. লেখাপড়া শিখেছিলেন। হযরত হাফসা রাযি. বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে শিফা আদাবিয়ার কাছে এ বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন।^৪ পবিত্র স্ত্রীগণসহ আরও অনেক সাহাবিয়া লেখাপড়া শেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন।^৫

১. ফুতুহুল বুলদান।

২. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

৩. মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৭।

৪. আবু দাউদ, চিকিৎসা অধ্যায়।

৫. ফুতুহুল বুলদান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনীর সংখ্যাধিক্য ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাল্যবিবাহের একটি কল্যাণকর দিক এই যে, যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সাহচর্য সাহাবা কেরামকে সৌভাগ্য ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এ সুযোগ সাহাবিয়াগণের হচ্ছিল না। কেননা শুধু পবিত্র স্ত্রীগণই তাঁর সান্নিধ্যে-শোভা ও সাহচর্যের আলোক-আভা লাভ করছিলেন। কিন্তু এ উজ্জ্বল তারকারাজির আলোই পুরো পৃথিবীর নারী দিগন্তকে আলোকিত করে।

হযরত আয়েশা রাযি. ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীগণ বিধবা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সুতরাং একমাত্র আয়েশা রাযি.-ই একক ও একনিষ্ঠভাবে নববী ফয়যানে ধন্য হয়েছিলেন। আর বাল্যকালই যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষার প্রকৃত সময় সেহেতু এ সময়ই ভাগ্য তাঁকে সকল অন্ধকার ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত করে নববী সান্নিধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি যে পূর্ণতার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন যুগ-যুগের মুসলিম রমণীকুলের জন্য!

পিতার কাছে তালীম-তারবিয়াত

হযরত আবু বকর রাযি. সারা কুরাইশে বংশবিদ্যা ও কাব্যজ্ঞানে সবচেয়ে পারদর্শী ছিলেন।^১ কুরাইশ কবিদের প্রতিউত্তরে ইসলামের মুখপাত্র মুসলমানদের শীর্ষ কাব্য দিয়ে যে আক্রমণ চালাত, কাফেরদের বিশ্বাস হতো না যে, তা আবু বকর রাযি.-এর সহযোগিতা ছাড়া রচিত হয়েছে।^২ হযরত আয়েশা রাযি. এমনই একজন কাব্যরত্ন ও বংশবিদ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। সুতরাং বংশবিদ্যা ও কাব্যজ্ঞান তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া।^৩

হযরত আবু বকর রাযি. সন্তানদের শিষ্টাচারের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। পুত্র আবদুর রহমান রাযি. অতিথিদের আপ্যায়নে—

১. সহীহ মুসলিম, মানাকিবে হাসসান রাযি।

২. ইসাবা, ইসতিআব : হযরত হাসান রাযি.-এর আলোচনা।

৩. মুসতাদরাকে হাকেম : হযরত আয়েশা রাযি.-এর আলোচনা।

খাবার পরিবেশনে—বিলম্ব করেছিলেন বলে হযরত আবু বকর রাযি. তাঁকে প্রহার করতে গিয়েছিলেন।^১ হযরত আয়েশা রাযি. বিবাহের পরও আপন ঋটি-বিচ্যুতির জন্য পিতৃভয়ে ভীত থাকতেন।^২ হযরত আবু বকর রাযি. কর্তৃক হযরত আয়েশা রাযি.-কে বকাঝকা করার একাধিক ঘটনা পাওয়া যায়।^৩ একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তিনি তাঁকে পিতার হাতে থাপ্পড় খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন।^৪

পবিত্র জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্যে

হযরত আয়েশা রাযি.-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচার গ্রহণের প্রকৃত ক্ষেত্র আসে রোখসতের পর—পবিত্র জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্যে এসে। তিনি জীবনের মর্ম অনুধাবন করেন ও জ্ঞানের স্বরূপ আবিষ্কার করেন এই চিরসুন্দর, চিরমহিমাম্বিত সাহচর্য থেকেই। তিনিও যে জ্ঞানের ধর্ম তুলে ধরবেন, জীবনের মর্ম ব্যাখ্যা করবেন—ইসলামের আলোয়-আসা ভাগ্যবতী নারী সমাজের জন্য।

লেখাপড়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে এসে হযরত আয়েশা রাযি. পড়তে শিখেছিলেন। তিনি দেখে দেখে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন।^৫

একটি বর্ণনায় আছে, তিনি লিখতে পারতেন না।^৬ বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, গোলাম যাকওয়ান হযরত আয়েশা রাযি.-কে কুরআন লিখে দিতেন।^৭ তাই অনুমান করা হয়, তিনি নিজে লিখতে পারতেন না।

১. সহীহ বুখারী।

২. সহীহ মুসলিম : باب القسم بين الزوجات।

৩. সহীহ বুখারী : باب التيمم। সহীহ মুসলিম : باب القسم بين الزوجات।

৪. আবু দাউদ : كتاب الأدب ، باب المزاح।

৫. সহীহ বুখারী : باب تأليف القرآن। বালাযুরি : فصل الخط।

৬. বালাযুরি : فصل الخط।

৭. সহীহ বুখারী : الصلوة الوسطى। মুসনাদে আহমদ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৩।